ডি-ল্যুক্স এর নিবেদন

সোনার কাঠি

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

দেবকীকুমার বসু

কলাকুশলীবৃন্দ

গীত-রচনায় :: গৌরীপ্রসন্ন ।। প্রণব রায় ।।
নেপথ্য-সংগীতারোপে :: হেমন্তকুমার ।। প্রতিমা
ব্যানার্জী ।। ডক্টর গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়,
পি-এইচ-ডি এবং মাধুরী মুখোপাধ্যায় ।। গায়ত্রী বসু

চলচ্চিত্রায়ণে :: ... বিভূতি চক্রবর্তী
সুরারোপে :: ... রাজেন সরকার
শব্দযন্ত্রী :: ... শ্যামসুন্দর ঘোষ
শিল্প-তত্ত্বাবধানে :: ... সৌরেন সেন
শিল্প-নির্দেশে :: ... গোপী সেন
সম্পাদনায় :: ... গোবর্ধন অধিকারী

আবহ-সংগীতে
।। শ্যাম গাঙ্গুলী ।। বলরাম পাঠক ।।

★

প্রচার-পরিচালনায় :: সুধীরেন্দ্র সান্যাল

প্রচার সজ্জা-পরিবেশনে
এড্‌না লরেঞ্জ লিমিটেড ।। শিল্পী কালী কর ।।
কলাবিদ ।। হীরালাল সেন-চৌধুরী ।
শ্যাম কুণ্ডু ।। বি-টি এজেন্সী ।। এস-বি-কনসানস্
ফ্যান্সি প্রিনটিং

★

কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি
ব্যানার্জী বুক-সিণ্ডিকেট ।। মিত্র লাইব্রেরী

★

সম্পাদনায় :: মধুসূদন ব্যানার্জী
ব্যবস্থাপনায় :: সুশীল দাস
রূপসজ্জায় :: পঞ্চু দাস

★

ব্যবস্থাপনায়
।। নীরদবরণ সেন ।।

রূপসজ্জায়
শের আলি

মৃৎশিল্পে
।। প্রহ্লাদ পাল ।।

★

সহযোগিতায়

পরিচালনায় :: বিজলীবরণ সেন
কণকবরণ সেন ।। দেবকুমার বসু
সুরারোপে :: শ্যামল গুহ
চলচ্চিত্রায়ণে :: বীরেন ভট্টাচার্য
।। দীবেন্দু রায় চৌধুরী ।।
শব্দানুলেখনে :: ইন্দু অধিকারী

ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিওতে নির্মিত ও বাণীবদ্ধ
ইউনাইটেড্ সিনে লেবরেটারীজ কর্তৃক পরিস্ফুটিত

ডিল্যাক্স-পরিবেশিত

★ পারশমল-দীপচাঁদ রিলিজ ★

ডিল্যাক্স-এর প্রচার বিভাগ হইতে সুধীরেন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সম্পাদিত
॥ এবং প্রকাশিত ॥ জুবিলী প্রেস :: কলিকাতা-১৩ কর্তৃক মুদ্রাঙ্কিত ॥

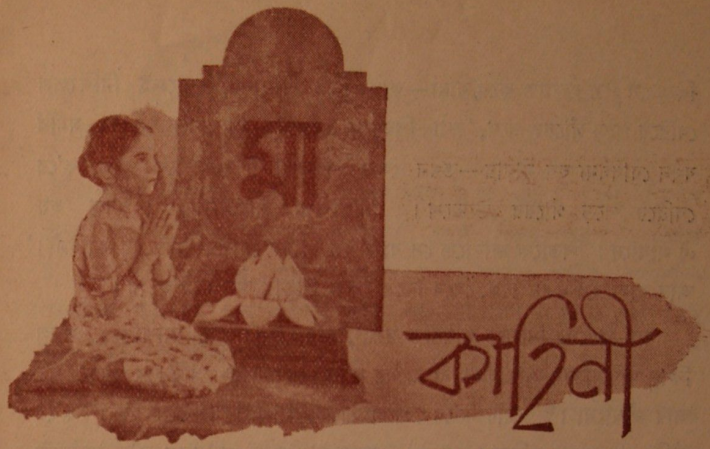

অকৃত্রিম সারল্য আর বলিষ্ঠ যৌবনের প্রাণপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ রাম। গাঁয়ের হরিদাসী বৈষ্ণবীর মেয়ে রামীকে সে ভালবাসে…ওদের বিয়ের দিন এগিয়ে আসে। কিন্তু বহুদিন থেকেই রামীকে পাবার বাসনা করেছিল গ্রামের বৃদ্ধ গৃধ্র গোপাল পণ্ডিত।

গোপাল কাঞ্চন-কৌলিন্যে গরীয়ান; কাজেই অর্থ-শৃঙ্খলে বাঁধা পড়লো হরিদাসী। গাঁয়ের জমিদার বাড়ী, যেখানে আপন অকুণ্ঠ বিশ্বস্ততার পারিশ্রমিক স্বরূপ রামের ছিল অবারিত দ্বার—গোপালের জঘন্য চক্রান্তে, চুরির অপরাধে সেইখানেই রাম হ'য়ে দাঁড়ালো আসামী…বিচারে হোল তার কারাদণ্ড। এই সুযোগে রামীকে নিয়ে গাঁ ছেড়ে উধাও হোল গোপাল। রাম হারালো তার বিধবা জননীকে; আর বিধিলিপির অনিবার্য আঘাতে ভেঙ্গে পড়লো রামের একমাত্র ভগ্নী খুকনী আর ভগিনীপতি গোবর্ধন।

কলকাতায় পাঠ্যাবস্থায় অধ্যাপক-দুহিতা মীনাকে বিয়ে করে জমিদারের একমাত্র পুত্র নিখিলেশ। একটি ছোট্ট কন্যাকে কেন্দ্র ক'রে গড়ে ওঠে তাদের ছোট্ট-নীড়; কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের সংবাদ পৌঁছয় না জমিদারের দরবারে। অতি-রক্ষণশীল পরিবারের আভিজাত্যের প্রাচীর লঙ্ঘন করবার সাধ্য ও সাহস কোনটাই ছিল না নিখিলেশের। হঠাৎ একদিন ডাক আসে নিখিলেশের। রোগ শয্যায় শায়িত বৃদ্ধ পিতা, স্বর্গীয়া পত্নীর বাক্‌দত্তা নির্মলার সঙ্গে নিখিলেশের বিয়ের ব্যবস্থা পাকা ক'রে পত্র দেন নিখিলেশের কাছে।

কিন্তু সে পত্র হস্তগত করে মীনা—কারণ চিঠি পৌঁছানর পূর্বাহ্নেই নিখিলেশ বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের পথে, রুগ্ন পিতাকে দেখবার আশায়। চিঠির মর্মার্থ যখন বোধগম্য হয় মীনার—তখন সেও একমাত্র শিশুকন্যাকে বুকে ক'রে বেরিয়ে পড়ে গাঁয়ের উদ্দেশে। নিখিলেশ অতিমাত্রায় বিপর্যস্ত হয় এ সংবাদে। পিতাকে জানাতে সে বাধ্য হয় তাদের গোপন-পরিণয়ের কাহিনী। আর বাধ্য হয় নতমস্তকে, মেনে নিতে ক্ষিপ্ত পিতার অসহ্য তিরস্কার।

ব্যর্থ-প্রণয়ের নিশ্চিত পরিণতি স্বরূপ, কারামুক্তির পর, অশিক্ষিত, সরল কিন্তু অতিমাত্রায় আত্মাভিমানী রামের সমস্ত চেতনাকে অধিকার করে মদ আর জীঘাংসা। উন্মাদ ক'রে তোলে তাকে, গোপাল-পণ্ডিতকে হত্যা ক'রে প্রতিশোধ নেবার দুর্নিবার বাসনা। ব্যাগ্র-প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে, তীব্র মাদকের ভয়ংকর ইন্ধনে জালিয়ে রাখে সে প্রতিশোধের অগ্নিশিখা। একদিন সংবাদ পায় বৈষয়িক হিসেব নিকেষের ব্যাপারে গাঁয়ে আসছে গোপাল। কুঠার হস্তে বেরিয়ে পড়ে রাম গোপালকে চুকিয়ে দিতে তার শেষ প্রাপ্য। কিন্তু বনের পথে কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই রামের কাণে আসে শিশুর ক্রন্দন। সন্ধান নিয়ে যে মর্মান্তিক দৃশ্য চোখে পড়ে রামের তাতে অতবড় হিংস্র রক্ত-পিপাসুর কঠিন হৃদয়ও শিথিল হ'য়ে আসে। সে দেখে বজ্রাঘাতে ভেঙ্গে দুমড়ে গেছে একটা গরুর গাড়ী, আর নীচে থেকে ভেসে আসছে একটি শিশুর সকরুণ ক্রন্দন। রাম উদ্ধার করে ছোট্ট শিশুটিকে আর একটি মৃত্যুপথযাত্রী নারীদেহ। রামের হস্তে প্রজ্জ্বলিত চিতাগ্নিতে ভস্মীভূত হয় মীনার দেহ—নিরুপায় নিখিলেশ দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখে।

ভবিতব্যের দোহাই দিয়ে জমিদার আবার বিবাহ দেন নিখিলেশের—নির্মলার সঙ্গে—আর তার ক্রোড়ে তুলে দেন স্বর্গত বন্ধু রাজা দুর্গাপ্রসন্ন রায়ের শিশুপৌত্র শেখরকে। নির্মলার ক্রোড়ে অপত্য-স্নেহে লালিত হয় শেখর—আর রামের বুকে বেড়ে ওঠে বাবী···

নিখিলেশের একমাত্র সন্তান। যাকে স্থান দিতে পরাঙ্মুখ হন জমিদার পিতা, তার মাঝে রাম পায় জীবনের শ্রেষ্ঠ পরশ-পাথর। রামকে আবার জীবন্ত ক'রে তোলে বাবী—তার সোনার কাঠির স্পর্শে··· অনাবিল বাৎসল্য রসে ভরপুর হ'য়ে ওঠে রামের দেহমন···ধীরে ধীরে মুছে যায় সে জীঘাংসাবৃত্তি।

লেখাপড়া শিখিয়ে বড় ক'রে তোলে সে বাবীকে। বিলেত থেকে ফিরে আসে শেখর। বাবীর অনিন্দ্যসুন্দর রূপে ও আচরণে মুগ্ধ হয় সে। রামের কাছে প্রার্থনা করে বাবীকে। নির্মলাকে জানায় প্রস্তাব···বাবীকে বরণ ক'রে আনবার। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে নির্মলা···পিতৃ-পরিচয়হীন কন্যাকে জমিদার বংশে স্থান দেওয়া চলে না। গ'ড়ে ওঠে মিলন-পিয়াসী দুটি তরুণ হৃদয়ের মাঝে লৌকিক বিধিনিষেধের দুর্ভেদ্য প্রাচীর।

প্রচণ্ড আঘাতে আবার ক্ষিপ্ত হ'য়ে ওঠে রাম—জ্বলে ওঠে সে আবার জীঘাংসার আগুনে। কিন্তু প্রলেপ দেয় বাবীর পরম স্নেহের সোনার কাঠির ছোঁয়া। সব পাট চুকিয়ে গাঁ ছেড়ে চলে যেতে উদ্যত হয় রাম—বাবীকে নিয়ে। গাড়ী চলতে সুরু করে দূর পথে। সেই মুহূর্তে ছুটতে ছুটতে আসে নিখিলেশ। আর সে চেপে রাখতে পারে না। বুকের পাথর চিরে আবার বেরিয়ে আসে পিতৃ-স্নেহের দুরন্ত বন্যা···সেখানে মিলিত হয় শেখর··· হয় নির্মলা···তারাও পায় সোনার-কাঠির ছোঁয়া···নতুন জীবনে আবার জেগে ওঠে তারা!

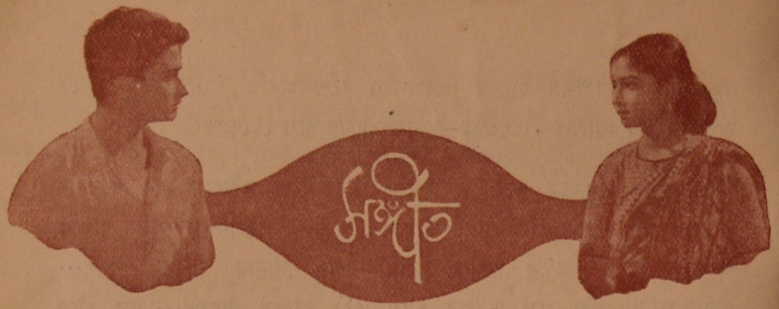

॥ এক ॥

বিফল প্রাণ হরি নাম বিনা
বিফল প্রাণ হরি-জ্যোতি বিনা
বিফল ভুবন রবি-ভাতি বিনা
বিফল রাগ হরি-গীত বিনা ॥

চন্দ্র নিশা বিনা গন্ধ কুসুম বিনা
কুসুম ভ্রমর বিনা ভ্রমর গীত বিনা
গীত রাগ বিনা রাগ ভজন বিনা
ভজন বিফল হরিনাম বিনা ॥

ভবন দীপ বিনা দীপ জ্যোতি বিনা
জ্যোতি নয়ন বিনা নয়ন ভাব বিনা
ভাব মরম বিনা মরম প্রেম বিনা
প্রেম বিফল হরিনাম বিনা ॥

জনম ভুবন বিনা ভুবন ভোগ বিনা
ভোগ দেহ বিনা দেহ রূপ বিনা
রূপ প্রেম বিনা প্রেম ভকতি বিনা
ভকতি বিফল হরিনাম বিনা ॥

॥ দুই ॥

হিজিবিজি সুরে ঝিঁঝি গান গায়
বাতাসের পাল্কীতে আয় ঘুম আয়
ধেইক্কি নাকর ধেইক্কি না।
বাতাসের পাল্কীতে ঘুম আসছে—
তাই মুখ টিপে চাঁদ মামা ঐ হাসছে।
এবার রথের মেলাতে কে কে যাবে
খুকু যাবে—সোণা যাবে,
সেথা পুতুল নাচের খেলা দেখতে পাবে।
টাক্-ডুমাডুম্, টাক্-ডুমাডুম্, টাক্-ডুমাডুম্ ডুম্।
থেই তাতা থৈ তাতা থৈ শিব দুর্গা
নাচে তাতাথৈ তাতাথৈ শিব-দুর্গা
আয় ঘুম আয়, ঘুম আসে ঐ ॥

॥ তিন ॥

নমো নমো নমঃ জননী দেবী মম
অচলা মতি পদে মাগি রে ॥

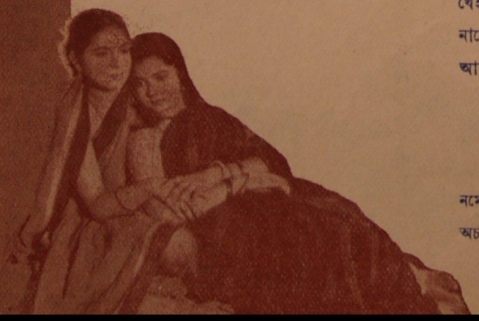

॥ চার ॥

সন্ধ্যা ছায়া নামে ধীরে
ধেনু এলো ঘরে ফিরে
তবু নাই গোপালের দেখা—
কোথা সে নীলমনি যশোদা প্রমাদ গণি—
ভাবে আর কাঁদে একা একা ॥

যশোমতি বলে কৈ নয়নের মণি
কাল চুরিকরে খেয়েছিলো ক্ষীর-ছানা-ননী
মোর নীলমণি।
মেরেছি কতনা তারে কটু কথা বলে—
অভিমানে তাই সে কি এলো না এ কোলে?
শ্রীদাম-সুদাম সাথে কত খোঁজা শেষে
যশোদা দেখিল তার গোপাল ঘুমায়—
গোঠে অশথের ছায়,
বুকে তুলে বলে তারে ও নীলমণি,
ঘরে চল দেব তোরে ক্ষীর-ছানা-ননী ॥

॥ পাঁচ ॥

আর জনমে ছিলাম আমি রূপ কাহিনীর দেশে
মলয়া চিনতে পার মোরে?
গজমোতির হার ছিল মোর তারার মালা কেশে ॥

সেই জনমের বন্ধু আমার এই জনমের সাথী
পারিজাতের মালাখানি বিনি-সুতায় গাঁথি।
আজো যেন আলোকলতায়—
সেই হীরামন গান গেয়ে যায়—
রূপ-কাহিনীর সেই মায়া যে ভোলায় নতুন করে ॥

ঘুমিয়ে ছিলাম রূপার পালঙ্কে—
সোণার কাঠি ছুঁইয়ে দিল কে!
সে বল্লে আমায়, চম্পাবতি জাগো—
ফাগুন এলো—ঘুমিয়ে থেকো না গো ॥

মুক্তি আসন্ন প্রায়!
তারাশঙ্করের
ডাকহরকরা
॥ পরিচালনা ঃঃ অগ্রগামী ॥

...পাধ্যায়
১৮/১বি. অবিন... চন্দ্র ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০০১০

চরিত্র-চিত্রণে

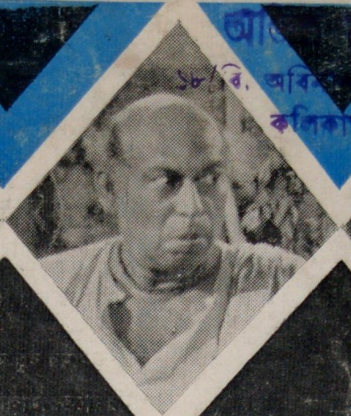

নীতীশ মুখার্জি

প্রশান্ত ॥ আশীষ কুমার
অমর মল্লিক ॥ সন্তোষ সিংহ
তুলসী চক্র: ॥ মহম্মদ ইসরাইল
সৌরেন ঘোষ ॥ ম্যালেকলম্
প্রবীর দত্ত ॥ শান্তিগোপাল ॥ সুধীর চক্র:
শিব মুখার্জি ॥ কালী বন্দ্যো ॥ পারিজাত বসু
বেচু সিংহ ॥ প্রীতি মজুমদার ॥ সুবল দত্ত ॥ কৃষ্ণধন
গোপাল চট্টো: ॥

শিখারাণী ॥ ভারতী দেবী ॥ তপতী
গীতা সিংহ ॥ শ্রাবণী চৌধুরী
তাপসী দাস ॥ সীমা দত্ত

কল্যাণী ॥ নিভাননী ॥ শীলা
রেবা ॥ প্রীতিধারা
॥ সন্ধ্যা ॥
আভা